নামকরণ

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি বাংলা নাটকের প্রথম যুগের এক উৎকৃষ্ট নাটক। নাট্যকার সুচিন্তিতভাবে এর নামকরণ করেছিলেন—কেননা নাটকের ভূমিকায় তিনি 'নীলদর্পণ' রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন—"নীলকরনিকর করে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শনপূর্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা কলঙ্ক তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার শ্বেতচন্দন ধারণ করুন…" সুতরাং নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এই গ্রন্থের মধ্যে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলে তাঁদের বিবেকবোধ জাগ্রত করাই ছিল নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য। নীলকর সাহেবগণ ছিলেন ইংরেজ, বাঙালী নন—তাই দর্পণে তাঁদের মুখ দেখানোর মনস্কামনা দীনবন্ধুর অপূর্ণই থেকে যেত যদি না ইংরেজী ভাষায় এ নাটকের অনুবাদ অচিরে প্রকাশিত হত। পাদ্রী জেমস লঙ্-এর প্রকাশনায় মাইকেলকৃত 'নীলদর্পণে'র অনুবাদ—'The Indigo Planting Mirror' এর প্রকাশ নাটকটি রচনার উদ্দেশ্য পূরণ করেছে।

নাট্যকারের সচেতন অভিপ্রায়

ইংরেজী যাঁদের মাতৃভাষা তাঁদের জন্য বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করা তেমন কাজের কথা নয়—তবে একথা সত্য 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের পর সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়েছিল এক তীব্র আলোড়ন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এ নাটকটি ১৮৫৮ তে লেখা শুরু হয়েছিল। আর নীল কমিশন বসেছিল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দেই। ডাকবিভাগের বিশিষ্ট পদাধিকারী দীনবন্ধুর কর্মসূত্রে নীলসমস্যা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। সে সব অভিজ্ঞতার কথাই নাট্যকার এ নাটকে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে নিশ্চিত প্রত্যয়ী ধারণায় রূপান্তরিত করেছে সমকালীন নীল কমিশনের রিপোর্ট লক্ষণীয় নাটকটি তিনি স্বনামে না লিখে 'কস্যচিৎ পথিকেন' ছদ্মনামে লিখেছিলেন। পথ চলতে চলতে পথিক অনেক কিছু দেখে, জানে—দীনবন্ধুও জীবন পথে চলতে গিয়ে যা দেখেছেন ও জেনেছেন তাকে রূপদানের চেষ্টা করেছেন সহৃদয়ভাবে। দীনবন্ধুর সাহিত্য প্রতিভা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাই জোর দিয়েছেন তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গভীর সহানুভূতি-বোধের উপর।

বিবেক জাগরণের নাটক

Scanned by TapScanner

'নীলদর্পণ' দীনবন্ধুর বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় সমৃদ্ধ নাটক। নদীয়া জেলার গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা এ নাট্যের ভিত্তিভূমি। মিত্র পরিবার এ নাটকে হয়ে উঠেছে স্বরপুরের বসু পরিবার। নদীয়া জেলার কুলচিকাটা

বাস্তব অভিজ্ঞতা

কুটিতে ছোটসাহেব আর্চিবল্ড হিলস মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আটকে রাখেন সুন্দরী চাষীকন্যা হরমণিকে। এ নাটকে সেই হরমণিই সাধুচরণ ঘোষের কন্যা ক্ষেত্রমণি। অমরনগরের যে ম্যাজিস্ট্রেটের কথা এ নাটকের প্রথম অঙ্কে বলা হয়েছে তিনি বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পৌত্র W. J. Herschel (হারসেল)। স্বরপুর গ্রামের দুটি বর্ধিষ্ণু পরিবার বসু পরিবার এবং ঘোষ পরিবার নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে কিভাবে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে বাস্তু ত্যাগ করার উদ্যোগ নিতে বাধ্য হল 'নীলদর্পণে' সে চিত্রই যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

সমকালীন নানা পত্র-পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র মেলে কিন্তু দীনবন্ধু

নীলকরদের শ্রেণী

বিষয়কে বাস্তবসম্মত করার জন্য এবং নিজ উদ্দেশ্যানুগ করার মানসে এ অত্যাচারকে যেমন তীব্রতর রূপে দেখিয়েছেন তেমনি নীলকর সাহেবদেরও দুটি শ্রেণী দেখিয়েছেন। কেননা এক ঝাড়ের বাঁশ হলেও যেমন কোনটিতে দুর্গা ঠাকুরের কাঠাম তৈরী করা হয় তেমনি কোনটায় আবার তৈরী হয় ডোমদের হাতে বাঁশের ঝুড়ি। তোরাপও জানিয়েছে নীলকরেরা 'বিলাতের ছোটলোক'। নবীনমাধব, তোরাপ—সবার কথাতেই যে মূলসুর ধ্বনিত হয়েছে তা হল নীলকর চাষীদের মূলাক্ষেত না ভেবে অর্থাৎ একেবারে সব শোষণ করার কথা না ভেবে বেগুন ক্ষেত ভাবা দরকার। অর্থাৎ নীলকর সাহেবরা নীলচাষ করে নিজেদের মুনাফা অর্জন প্রয়াস যদি অব্যাহত রাখতে চায় তবে অযথা চাষীদের উপর চাপ সৃষ্টি না করে তাদের প্রয়োজন মত অংশটুকুই নেওয়া দরকার। জোর করে দাদন ধরিয়ে দিয়ে প্রজার উর্বর জমিগুলি নীলচাষীদের জন্য চিহ্নিত করা হতে থাকলে নীলচাষীদের কি সর্বনাশ হয় তা পূর্বেই[১] বিস্তৃতভাবে জানিয়েছি। এখানে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক ব্যক্তির নীলচাষ সংক্রান্ত তৎকালীন সামাজিক সংস্কারের কথা উদ্ধৃত করা যায়,—"...শাস্ত্রকারগণের নির্দেশে দেখিতে পাই যে, ক্ষেত্রে নীল বোপন করিলে বারো বৎসর সে ক্ষেত্র অশুদ্ধ থাকে। নীল আবাদে ভূমি বড়োই নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এই কারণে কিংবা পাছে নীলের চাষ অধিক লাভজনক বলিয়া লোকে শস্যের আবাদে অযত্ন করে, এই উদ্দেশ্যে এই সকল বিধি গঠিত হইয়াছিল কিনা তাহা বলা বড়ই কঠিন।" 'নীলদর্পণে' একাধিক চরিত্রের উক্তিতে নীলকর সাহেবদের কাছে এ বিষয়ে অনুনয় বিনয় করে সরকারী চাকুরীজীবি দীনবন্ধু সরকারের মনে যাতে তাঁর সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থেকেছেন।

Scanned by TapScanner

'দর্পণ' শব্দটির ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, 'নীলদর্পণ' নাটক যে নীলচাষ প্রসঙ্গ নিয়ে সৃষ্ট সমকালের জটিল সমস্যার দর্পণ তা সত্য, কিন্তু এ নামকরণ কি সমকালীন পদ্ধতির অনুকরণ? কেননা সে যুগে নানা সাময়িকপত্রের নাম ছিল দর্পণ।—

সাময়িক পত্রের অনুকরণে নামকরণ?

'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮, ২৩ মে), 'সর্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ' (১৮২৯, জুলাই) সাপ্তাহিক 'সমাচার জ্ঞানদর্পণ' (১৮৪৬, ১৭ অক্টোবর), দৈনিক 'মহাজন দর্পণ' (১৮৪৯, সেপ্টেম্বর), 'বিদ্যাদর্পণ' (১৮৫৩, এপ্রিল), 'মাসিক সিদ্ধান্ত দর্পণ' (১৮৫৫, মার্চ) প্রভৃতি। 'নীলদর্পণ' প্রকাশের পর সেকাল থেকে আজ পর্যন্ত আরো অনেক দর্পণ গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে—'ঢাকা দর্পণ' (১৮৬৩), 'পাবনা দর্পণ' (১৮৬৪, মার্চ), 'ঘাটাল দর্পণ' (১৯৮৫, এপ্রিল) প্রভৃতি। 'দর্পণ' শব্দের সঙ্গে বাস্তবতার ধারণার যোগটিও অস্বীকার করা যায় না।

নীলদর্পণ: নীলচাষের দর্পণ

দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকরদের অত্যধিক লোভ, নীল চাষ, ধান চাষ নীল চাষের ব্যাপারে জমি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে নীলকরদের অহেতুক জেদ এবং এই জেদ বজায় রাখার জন্য নানা নূতন নূতন সংশোধিত আইন তৈরী করা—উৎকোচ দিয়ে অধিকাংশ জজ ম্যাজিস্ট্রেটকে বশংবদ রাখা—অনন্যোপায় হয়ে নীলচাষীদের প্রতিবাদী হয়ে ওঠার ছবি এঁকেছেন। 'নীলদর্পণে' প্রথম দৃশ্য থেকেই রয়েছে এই সব বিরোধিতার চিত্র। তবে লক্ষণীয় 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তেমন সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদী কণ্ঠ জাগেনি। এমন কি নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমানসের যে ক্ষোভের বিস্ফোরণ তৎকালে বাস্তব-সত্য ছিল তার আঁচও এ নাটকের মূল কাহিনীতে পড়েনি। শুধু নবীনমাধবের মৃত্যুর পর দুশ' রায়তদের লাঠি নিয়ে 'মার মার করে' ওঠার ঘটনাটি ব্যতিক্রম মাত্র। নবীনমাধব অনুনয়মূলক বিরোধ করেছেন অন্য চরিত্রেরা প্রশংসা করেছে তার।

দর্পণে যেমন নিকটস্থ বস্তু প্রতিবিম্বিত হয় তেমনি 'নীলদর্পণে' যথাযথ প্রতিবিম্বিত হয়েছে স্বরপুর গ্রামের মানুষদের বিশেষ করে বসু পরিবার ও ঘোষ পরিবারের উপর নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার। নীলকর সাহেব সবাই সব দোষে দোষী নয়; কিন্তু এদের মধ্যে রয়েছে কোন না কোন অমানবিক দোষ—উড সাহেব অর্থ পিশাচ, লোভী, সম্পদকামী—তার পথের বাধাকে সে সরিয়ে দিতে চায়। রোগ সাহেব অর্থ পিশাচ বটে তবে তার চরিত্র আরো কলঙ্কিত হয়েছে তার লাম্পট্যের কারণে। 'নীলদর্পণে' এ সব বিষয়ই প্রতিফলিত হয়েছে। নাট্যকারের উদ্দেশ্যও ছিল তাই। এ নাটক নিয়ে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনের নিদ্রাহীনতা নিঃসন্দেহে একথা প্রমাণ করে যে 'নীলদর্পণ' যথাযথ রূপেই নীল সমস্যার স্বরূপকে প্রতিফলিত করতে পেরেছে। তাই এ নামাঙ্কন যে সার্থক হয়েছে এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে।

নামাঙ্কন বস্তু ও বিষয়নিষ্ঠ

Scanned by TapScanner